NUTRITION

Support to Bangladesh Host Communities and Institutions in the Rohingya Refugee Response

ISCG INTER SECTOR COORDINATION GROUP

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টি সেক্টরের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম

সর্বশেষ হালনাগাদ: ৮ মে ২০১৮

JRP- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্যিত সুবিধাভোগী: ৬৮৫০০

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত পুষ্টি সেক্টরে উদ্দেশ্যগুলি হলো, সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় সাধন করে হাসপাতালে এবং হোস্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তীব্র অপুষ্টি রোধের সেবাগুলো নিশ্চিত করে অপুষ্টি সংক্রান্ত মৃত্যু এবং রোগের প্রকোপ প্রতিরোধ করা।

এছাড়াও, অপুষ্টি প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যো সহায়তা করা, যে উদ্যোগগুলোতে আছে, অতি পুষ্টি ঘাটতি পূরণে প্রতিরোধে বিভিন্ন সম্পূরক খাবার সরবরাহ, নবজাতক ও শিশুদের খাওয়ানোর জন্য জন্য যথাযথ পদ্ধতির প্রচার। এর বাইরেও, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সেবা প্রদান ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি ও শক্তিশালী করার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানব্যবস্থা উন্নয়ন করার পরিকল্পনাও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পুষ্টি নজরদারি কার্যক্রমও বিবেচনা করা হয়েছে।

মার্চ ২০১৮–তে সমাপ্ত এবং চলমান কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার সংখ্যা (৭)

- পাঁচ বছরের কম বয়সী ২০,৪৮২জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, এদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ৫২জনকে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
- পাঁচ বছরের কম বয়সী ৫২৪ জন শিশুর মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের অপুষ্টিতে আক্রান্ত অবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে এবঙ তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। মধ্যম পর্যারে অপুষিটটকেত আক্রান্ত ২৪১ PLW জন কে সম্পূরক খাবার কর্মসূচিতে ভর্তি করা হয়।
- ৬২৩ PLW শিশুকে পুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য পৃষ্টি সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়।
- শিশু পুষ্টি ও শিশু যত্নসেবা উন্নত করার জন্য ৭১২৩ PLW শিশুকে নবজাতক এবং শিশুদের খাওয়ানোর উপর বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়।
- রিকেট আক্রান্ত ৩ জন শিশুকে ভিটামিন ডি ঘাটতি পূরণে বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হয়।
- বাস্তুচ্যুতদের কারণে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় পুষ্টি অবস্থা যাচাই করে দেখার জন্য একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। সেন্টার ফর ডিজিজের নির্দেশনায় এসিএফ বর্তমানে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করছে।

সমস্যা

- রেডি টু ইউজ থেরাপেটিক প্রোডাক্টস ব্যবহার করে অপুষ্টি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখনো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আর তাই তীব্র অপুষ্টিতে জটিলভাবে আক্রান্ত শিশুদেরকে স্ট্যালাইজেশন সেন্টারে নিয়ে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মী পাওয়া কঠিন, কারণ অনেকেই জরুরি সাহায্য প্রদান কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন।
- বিভিন্ন দ্বীপে (কুতুবদিয়াম মহেশখালী, শাহ পরীর দ্বীপ এবং সেন্ট মার্টিন) বর্ষাকালে যাতায়াত করা একটি বড় সমস্যা।

পুষ্টি খাতে/ সেক্টরে সহযোগীদের দ্বারা চলমান বর্তমান প্রকল্পসমূহ

ইউনিসেফ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও ঝুঁকিপুর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিরিক্ত মৃত্যু এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কামাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে কাজ করছিল।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও এ্যাকশন সন্টর লা ফেইম: এসিএফ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে স্থানীয় দুটি প্রতিষ্ঠান (শেড ও এস্‌আরপিভি)–এর মাধ্যমে কক্সবাজারে ২০১২ সাল থেকে (সিএমএএম) কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। এসিএফ তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনার জন্য ৯৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৫ স্ট্যাবাইলেশন সেন্টারে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

এসএআরপিভি কক্সবাজারে রিকেট প্রতিরোধে কাজ করছে।

উপজেলা	সহায়তা প্রাপ্ত কমিউনিট ক্লিনিক	এসসি	সহযোগী সংস্থা	কর্মসুচি শুরুর সময়
টেকনাফ	২৮	১	এসিএএফ, শেড, ডব্লিউএফপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২০১২
উখিয়া	২২	১	এসিএএফ, শেড, ডব্লিউএফপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
উখিয়া	৩৬	১	এসিএএফ, শেড, ডব্লিউএফপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২০১৪
পেকুয়া	০	১	এসিএএফ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	২০১৭
কুতুবদিয়া	১১	১	এসিএএফ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
মোট	৯৭	৫		